তারিখ : 24 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

একাদশ শ্রেণীর নকল বইয়ে বাজার সয়লাব

মুশতাক আহমদ

একাদশ শ্রেণীর নকল বাংলা ও ইংরেজি বইয়ে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। নিত্যনতুন কৌশলে নকলকারীরা বই ছেপে তা পরিবহন, সরবরাহ ও বিক্রি করছে। এসব কাজ চলছে প্রশাসনের নাকের ডগায়। এরই মধ্যে ওইসব জাল বই অনেক শিক্ষার্থীর হাতেও চলে গেছে। কিন্তু সরকারি সম্পত্তি নকলকারীরা চড়া মূল্যে বিক্রি করলেও এ নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নকল বই শুধু ঢাকার বাংলাবাজার বা সূত্রাপুর এলাকা থেকেই নয়, ঢাকার বাইরে নোয়াখালীর চৌমুহনী, কুমিল্লার কোম্পানীগঞ্জ, বগুড়া, যশোর এবং চট্টগ্রামেও জাল হচ্ছে। একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক এসব বই ছাপছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এ কাজে খোদ সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একশ্রেণীর কর্মকর্তার যোগসাজশ রয়েছে। ফি বছর যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, সে পরিমাণ বই প্রকাশ করে না তারা। নানা কথার মারপ্যাঁচে বা নুকত ভয় দেখিয়ে বিক্রি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। এর ফলে একদিকে নকলকারীরা নকল বই বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সরকার ও সাধারণ জনগণ। সূত্র জানায়, এ নিয়ে ফি বছরই শোরগোল হয় গণমাধ্যমে। লেখালেখি হলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা ৫ বছর আগে অল্প সংখ্যক যে

> **শিক্ষার্থী ১২ লাখ**
> **এনসিটিবি বই ছেপেছে**
> **দেড় লাখ**

বই ছেপে রেখেছে তা দেখিয়ে থাকে। কিন্তু সেসব বই বাজারজাত বা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোরও ব্যবস্থা করে না। এভাবে চাহিদার সঙ্গে বই সরবরাহ বা জোগানের সমন্বয় না থাকায় ভোক্তা হিসেবে শিক্ষার্থীরা যা পাচ্ছে তা-ই গিলছে। এভাবেই এনসিটিবি নকল বই বিক্রির রাস্তা উন্মুক্ত রাখছে। ১ জুলাই সারাদেশে কলেজ ও মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে। এবার এই স্তরে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। বর্তমানে তাদের ভর্তি কার্যক্রম চলছে। জানা গেছে, যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে তাদের অনেকেই বই কিনেছে। এক্ষেত্রে নকল আর আসল তাদের কাছে মুখ্য নয়। পটুয়াখালীর ইঞ্জিনিয়ার ফারুক তালুকদার কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রী রাবেয়া বেগম জানান, তিনি বাজার থেকে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি বই কিনেছেন। কিন্তু তা এনসিটিবি প্রকাশিত আসল কপি নয় বলে লাইব্রেরি থেকেই তাকে জানানো হয়। আর ওই বইয়ের দাম রাখা হয়েছে দেড়শ' টাকা। এর মধ্যে বাংলা বইটির দাম রাখা হয়েছে ৫৬ টাকা।

এনসিটিবির সচিব ব্রজগোপাল দাশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, তাদের প্রকাশিত এক জোড়া (বাংলা-ইংরেজি) বইয়ের দাম ১২৭ টাকা। এর মধ্যে বাংলা বইয়ের দাম ৪৫ টাকা। তিনি বলেন, এবার তারা বই ছাপেননি সত্য, তবে দেড় লাখ বাংলা আর পৌনে ২ লাখ ইংরেজি বই গুদামে সয়লাব : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

সয়লাব : নকল বইয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। সরাসরি লাইব্রেরিয়ান, প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে তারা এবার বই বিক্রি করছেন। নটর ডেম কলেজ তাদের কাছ থেকে বই কিনেছে। কলেজে তারা বই পৌঁছে দিয়েছেনও। এভাবে ইতিমধ্যে ২২ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। তিনি জানান, শিক্ষার্থীরা যাতে নকল বই না কেনে, সেজন্য লাইব্রেরিয়ানদের আকর্ষিত করা হচ্ছে। আগে ১৫ ভাগ কমিশনে বই দেয়া হলেও এবার ৩০ ভাগ কমিশনে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তাদের কাছে বই কিনতে আসতে হবে। বিজ্ঞাপন দেয়ার পরও তারা সাড়া পাচ্ছেন না।

নকলের নানা কৌশল : রাজধানীর নীলক্ষেত, বাংলাবাজার, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের সামনের পুস্তক বিপণি এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্থানেই নকল বই দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, অনেকটা প্রকাশ্যে বই বিক্রি হলেও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এক্ষেত্রে নিশ্চুপ। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নকল বই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এনসিটিবি কর্মকর্তাদের একটি অংশের যোগসাজশ রয়েছে। যে কারণে সবসময়ই একাদশ শ্রেণীর বই নকল হওয়া ও বিক্রিতে সহায়তা করছে তারা। বিশেষ করে ২০০৮ সাল থেকে সরকারি বই নকলের পালে রীতিমতো হাওয়া লাগে। ওই বছর এনসিটিবি দেড় লাখ বাংলা আর পৌনে ২ লাখ ইংরেজি বই ছাপে। ফি বছর জুন-জুলাই মাসে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি মৌসুম এলেই নিজেদের প্রস্তুতি করতে এসব বইয়ের কথাই বলা হয়। এবারও ৫ বছর আগের বইকে প্রকাশ করার কথা বলা হয়। কিন্তু এসব বইয়ের আড়ালে নকল বই বিক্রিতে সহায়তা করা হচ্ছে। এভাবে বই সংকট আর জালিয়াতির কারণে বিষয়টির সঙ্গে এক পর্যায়ে নোট-গাইড ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত জড়িয়ে যায়। ২০১০ সালে নিউজ পাবলিকেশন্স, এটন, তাম্রলিপিসহ বিভিন্ন প্রকাশনী তাদের উচ্চ মাধ্যমিকের গাইডে সরকারি বই পুরো তুলে দেয়। ওই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সরকার ওই জালিয়াতির বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়নি।

জানা গেছে, চলতি বছরও নকলকারীরা আটঘাট বেঁধে মাঠে নামে। কিন্তু বিঘ্ন ঘটে অন্যত্র। নকল বই বিক্রিতে রাজি না হওয়ায় এক প্রকাশকের ওপর হামলা চালায় বাংলাবাজারের নকলের রাজা খ্যাত জনি-জাভেদ ভ্রাতৃদ্বয়ের সিন্ডিকেট। ওই ঘটনার পর নকল বইয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশক সমিতি জোরালো অবস্থান নেয়। এর মুখে জনিকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তার সাম্রাজ্যে কোন চিড় ধরেনি। ব্যবসা লাগামহীনভাবেই চলছে। বিপরীত দিকে ওই ব্যবসা বন্ধে অবশ্য প্রকাশক সমিতি নিজেদের সদস্যদের মাধ্যমে সারাদেশে বই বিক্রি করে দিতে এনসিটিবিকে সহায়তার ঘোষণা দেয়। এছাড়া বাংলাবাজারে প্রকাশ্যে নকল বই বিক্রি বন্ধ করে দেয়। আশ্বাস অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি ৫ হাজার বই কিনে নিয়ে আসে এনসিটিবি থেকে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এভাবে চলতি মাসের শুরুতে এ নিয়ে অনেকটা কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বাংলাবাজারসহ সারাদেশে এখন নকল বইয়ের ব্যাপক ছড়াছড়ি। প্রকাশক সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন জানান, নকলকারীরা তাদের কৌশল পাল্টে ফেলেছে। এখন নকল বই ঢাকায় কম ছাপা হয়। যা হয় তা গোপনে। এর চেয়েও বেশি হয় ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায়। এক সময়ে যশোর নকল বইয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকায় চাপাচাপির কারণে এখন সেখানেই তা ফিরে গেছে। অন্যান্য এলাকায়ও নকল বই ছাপা হয়। তিনি বলেন, নকলের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের সহায়তা পাচ্ছেন না। বাংলাবাজারে এখন নকল বই সরবরাহ হয় ভ্রাম্যমাণদের মাধ্যমে। ঢাকার বাইরে থেকে পরিবহনে বই আসে। এরপর তা ভ্যান চালকদের মাধ্যমে বাংলাবাজারে ঢোকে। পুলিশকে খবর দিলে তারা যথাসময়ে আসে না। ফলে নকল বই আর ধরা পড়ে না। তিনি জানান, বইয়ের খুচরা বাজার যেহেতু সারা দেশ, তাই ঢাকার বাইরে উৎপাদন হওয়ার পর সেখান থেকেই তা মফস্বলে সরবরাহ হয়ে থাকে।

সরকারের আর্থিক ক্ষতি : এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩ লাখ ১ হাজার ৭৮৮ জন। এর মধ্যে এসএসসিতে পাস করেছে ৯ লাখ ৮৬ হাজার ৬৫০ জন। এছাড়া দাখিল পরীক্ষায় পাস করেছে ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ এবং কারিগরি বোর্ডে ৭৩ হাজার ৫৬৬ জন। সাধারণত এসএসসি পাসের পর মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরের অনেক শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হয়, সে হিসেবে নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অন্যদিকে এক জোড়া সরকারি বইয়ের দাম ১২৭ টাকা। সে হিসেবে এ দুটি বইয়ের ক্ষেত্রেই ১৫ থেকে ১৮ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকার যদি এসব বই বিক্রি করতে পারত, তাহলে তাকে রাজস্ববঞ্চিত হতে হতো না। প্রসঙ্গত, এইচএসসি পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজি বই সরকারিভাবে ছাপা ও পরে বিক্রি হয়ে থাকে। বাকি বইগুলো বেসরকারি প্রকাশকরা এনসিটিবি থেকে অনুমোদন করিয়ে বাজারজাত করবেন।

বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে এনসিটিবি : সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, সরকারের বিশাল একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মাধ্যমে সব কলেজকে আসল বই কেনার ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে পারে সরকার। বিনামূল্যের বই যেখানে স্কুলে পৌঁছে দিতে পারছে, সেখানে সরকার বই কলেজেও পৌঁছাতে পারে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসাররাও এ ব্যাপারে সরকারি নির্দেশে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। থানা ও জেলা প্রশাসনও রয়েছে। প্রকাশক সমিতির নেতারা জানান, ফি বছর এনসিটিবি নোট-গাইড বইয়ের ব্যাপারে সারাদেশে নির্দেশনা পাঠায়। ফলে পুলিশসহ বিভিন্ন মহল তৎপর হয়। কিন্তু এনসিটিবি এক্ষেত্রে কেন কোন নির্দেশনা পাঠাচ্ছে না। এটা করা হলে নকল বই বিক্রি বন্ধ হবে। আর তা হলে বইয়ের চাহিদা তৈরি হলে এনসিটিবি থেকে বই বিক্রি হবে। কিন্তু এসব উদ্যোগ না নেয়ায় মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির নির্লিপ্ততা নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।